সহায়িকা

ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION
Together for Better Life

NOREC
NORWEGIAN AGENCY FOR EXCHANGE COOPERATION

সহায়িকা

ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

সহায়িকা ঃ ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২১

উপদেষ্টা পরিষদ
মহসিন আলী
ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী

সম্পাদনা পরিষদ
জহির রায়হান
আব্দুস শুকুর
শাহেদ জামাল
ড: তুহিন মিয়া
আব্দুল লতিফ
নাসিফা আলী
মেহেদী হাসান বাপ্পী

সার্বিক সহযোগিতা
ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ বিভাগ

কনটেন্ট, মুদ্রন ও ডিজাইন
অর্ক

প্রকাশনা ও স্বত্ব
ওয়েভ ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

প্রশিক্ষণ পরিচিতি	০১
প্রশিক্ষণ মডিউল পরিচিতি	০৩
প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহার নির্দেশিকা	০৪
প্রশিক্ষণ মডিউলের নমনীয়তা	০৫
ছাগল পালন প্রশিক্ষণ	০৬
অধিবেশন: ০১	০৮
অধিবেশন: ০২	০৯
অধিবেশন: ০৩	১০
অধিবেশন: ০৪	১১
অধিবেশন: ০৫	১৩
অধিবেশন: ০৬	১৪
অধিবেশন: ০৭	১৮
অধিবেশন: ০৮	১৯
অধিবেশন: ০৯	২০
অধিবেশন: ১০	২২
অধিবেশন: ১১	২৩
অধিবেশন: ১২	২৫
অধিবেশন: ১৩	৩৪

প্রশিক্ষণ পরিচিতি

শিরোনাম ঃ
ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

অংশগ্রহণকারী ঃ
দরিদ্র নারী-পুরুষ বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সদস্য

প্রশিক্ষণের সময়সীমা ঃ
৩ পূর্ণ দিবস

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ
২০ - ২৫ জন

প্রশিক্ষণের ব্যবহৃত ভাষা ঃ
বাংলা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ

সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ
এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন-

- ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা
- ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান
- ছাগলের বিভিন্ন জাত ও পরিচিতি
- ছাগলের বাসস্থানের প্রকারভেদ
- আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা
- স্বল্প খরচে আদর্শ বাসস্থান নির্মাণের কৌশল
- ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী
- বাচ্চা ও দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন
- খাদ্য উপাদান ও প্রকারভেদ
- দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা
- ছাগলের বয়স ও ওজন নির্ণয়
- বয়স ও ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ

প্রশিক্ষণ পরিচিতি

- প্রজননযোগ্য আদর্শ ছাগী নির্বাচন
- প্রজননযোগ্য পাঠা নির্বাচন
- ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেয়ার সঠিক সময়
- ছাগলের বাচ্চা পাঠা ও খাশীকরণ এবং যত্ন
- ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ
- ছাগল পালনে খামারের পরিকল্পনা
- ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পের কাঠামো
- ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি
- পরজীবি দমন ও চিকিৎসা পদ্ধতি
- ছাগলের রোগের নাম ও লক্ষণসমূহ
- প্রতিকারের উপায় ও চিকিৎসা
- রোগ প্রতিরোধে টিকা ও প্রদানের কৌশল

প্রশিক্ষণে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে

- বক্তৃতামূলক
- মুক্তালোচনা
- প্রশ্নোত্তর
- প্রদর্শন
- ব্যবহারিক
- অনুশীলন

প্রশিক্ষণে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হবে

- হোয়াইট বোর্ড
- নেম কার্ড
- মার্কার
- হ্যান্ড আউট
- মাসকিন টেপ
- ফ্লিপচার্ট
- ভিপ কার্ড
- ছবির সেট
- বিভিন্ন গো-খাদ্য প্রস্তুতির উপাদান ও সামগ্রী
- চিকিৎসা উপকরণ

প্রশিক্ষণ মডিউল পরিচিতি

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সমিতির সদস্যদের জন্য প্রণীত এই প্রশিক্ষণ মডিউলে ছাগল পালন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ মডিউলে কোর্সের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণসূচী, প্রতিটি অধিবেশনের শিরোনাম, অধিবেশনের নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ উপকরণ, পাঠোপকরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনে যে সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা হলো-

অধিবেশন
প্রতিটি অধিবেশনের জন্য পৃথক পৃথক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। এতে করে সহায়ক বিষয়গুলি সহজে চিহ্নিত করতে পারবেন।

উদ্দেশ্য
প্রতিটি অধিবেশনের শিখন উদ্দেশ্য কি অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্ট অধিবেশন সমাপ্তির পর কি জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করবেন তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যসমূহ অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ককে পথ নির্দেশনা দেবে।

সময়
একটি অধিবেশন শেষ করতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সহায়কের অধিবেশনটি পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

পদ্ধতি
প্রতিটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক কোন্ পদ্ধতিতে অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এতে সহায়ক নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সঠিকভাবে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারবেন।

উপকরণ
প্রতিটি অধিবেশনের উপকরণের নাম লেখা আছে। প্রতিটি ধাপ পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের যেসব উপকরণের প্রয়োজন হবে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষক সঠিক উপকরণ নির্বাচন, ব্যবহার ও সরবরাহ করতে পারবেন।

প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়া বা প্রশিক্ষকের করণীয় স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের যেসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কোন কাজের পর কোন কাজ করতে হবে তা এখানে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিবেশন পরিচালনার জন্য এই করণীয়সমূহ প্রশিক্ষকের পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

সংযুক্ত উপকরণ
প্রতিটি অধিবেশনের নির্দেশিকার পরে অধিবেশন পরিচালনা, অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (হ্যান্ড আউট, ফ্লিপ চার্ট ইত্যাদি) সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন নম্বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংযুক্ত উপকরণের নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সহায়ক সহজে এগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ মডিউল ব্যবহার নির্দেশিকা

ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সহায়িকা হিসেবে এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মডিউল ব্যবহারের জন্য সহায়কগণকে নিচের বিষয়গুলোকে বিবেচনা করতে হবে-

- আপনি যে অধিবেশনটি পরিচালনা করবেন তার প্রথম পৃষ্ঠায় সেই অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করা আছে। একজন প্রশিক্ষক হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব হলো, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে অধিবেশন পরিচালনা করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা। সেই জন্য উদ্দেশ্যসমূহ ভালভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

- অধিবেশনটি পরিচালনা করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন হবে তার নাম উল্লেখ করা আছে। এসব উপকরণ আগে থেকে সংগ্রহ বা প্রস্তুত করে রাখুন। সময়মত তা না করলে অধিবেশন পরিচালনায় বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

- অধিবেশন নির্দেশিকায় পদ্ধতি, সময়, প্রক্রিয়া ও উপকরণের কথা উল্লেখ করা আছে। অধিবেশন পরিচালনার আগে প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ ভালভাবে প্রস্তুত করে নিন। মনে রাখবেন, আপনি যদি অধিবেশন নির্দেশিকা দেখে সেশন পরিচালনা করেন তাহলে আপনার প্রতি অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যাবে এবং অধিবেশনের স্বাচ্ছন্দ, ভাব ও গতি ব্যাহত হবে।

- অধিবেশনের ধাপগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুসরণ করুন। তা না হলে অধিবেশনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হতে পারে। ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে আপনি অধিবেশনের উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয়সমূহ চার্ট পেপারে লিখে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তা বিনিময় করতে পারেন, তবে অধিবেশনের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষকের কর্মনির্দেশনা ইত্যাদি অংশগ্রহণকারীদের জানানোর প্রয়োজন নেই।

- কোন বিষয়ের উপর আলোচনার সময় বিষয়টি বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনে মতামত ও উদাহরণ তুলে ধরুন। পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য হ্যান্ড আউট ও সংযুক্ত উপকরণসমূহ ভালভাবে পড়ুন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালের সহযোগিতা নিন।

- যেসব উপকরণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করবেন, আগে থেকে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে ঠিকমত পরীক্ষা করে নেবেন যাতে যথাসময়ে বিতরণ করা যায়।

- প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে ভূমিকা দিন এবং পরবর্তী অধিবেশনের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন। তা না হলে অংশগ্রহণকারীদের কাছে আলোচনাগুলো বিচ্ছিন্ন মনে হবে। প্রতিটি অধিবেশনের শেষে সেই অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাচাই করুন। প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানুন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

প্রশিক্ষণ মডিউলের নমনীয়তা

- এই মডিউলটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের স্তর, জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রত্যাশা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, সময় উপকরণ ইত্যাদির পরিবর্তন করা যাবে। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যের সাথে নতুন উদ্দেশ্য সংযোজন করে সেই অনুযায়ী নতুন ধাপ ও বিষয় সংযোজন করার সুযোগ রয়েছে।
- অধিবেশনকে অধিক অংশগ্রহণমূলক করার জন্য উল্লেখিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা যেতে পারে বা নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে অধিবেশন পরিচালনা করা যেতে পারে।
- একটি অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত মোট সময়কে ঠিক রেখে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাপের সময় পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আবার প্রয়োজনে একাধিক অধিবেশনের সময় পুনঃনির্ধারণ করে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ মডিউলে সংযোযিত পাঠোপকরণ বা অন্যান্য উপকরণসমূহ চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও অভিযোজন করতে পারেন।
- মনে রাখতে হবে, বাস্তবতার নিরিখে এই প্রশিক্ষণ মডিউলের সব কিছুর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে। এটি শুধু প্রয়োজনের তাগিদেই করবেন, অন্যথায় নয়। এই পরিবর্তন যেন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের জন্য হয়। মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনের ফলে যেন মডিউলের গুণগত মান ক্ষুন্ন না হয়।
- এই মডিউলে ব্যবহৃত পাঠোপকরণ বিষয়ের উপর আপনার (প্রশিক্ষক) জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে সহজ ভাষায় তাদের কাছে বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ সূচি

প্রথম দিন

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯.০০ - ১০.০০	**১. উদ্বোধনী পর্ব** • জড়তা মোচন ও পরিচিতি • প্রাক-মূল্যায়ন • প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা	প্রচলিত বক্তৃতা ও প্রদর্শন	
১০.০০ - ১১.০০	**২. ছাগল পালন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা** • ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা • ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান	প্রদর্শন ও বক্তৃতা	
১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি		
১১.৩০ - ০১.০০	**৩. ছাগলের জাতসমূহের পরিচিতি** • ছাগলের বিভিন্ন জাত ও পরিচিতি • আদর্শ মা ছাগল, পাঠা ও বাচ্চা নির্বাচন • ছাগলের বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি • স্বল্প খরচে ভাল জাতের ছাগল বাছাই পদ্ধতি	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন	
০১.০০ - ০২.০০	নামাজ ও খাবার বিরতি		
০২.০০ - ০৩.৪৫	**৪. ছাগলের বাসস্থান** • বাসস্থানের প্রকারভেদ • আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা • স্বল্প খরচে আদর্শ বাসস্থান নিমার্নের কৌশল	প্রদর্শন ও বক্তৃতা	
০৩.৪৫ - ০৪.০০	চা বিরতি		
০৪.০০ - ০৪.৪৫	**৫. ছাগলের যত্ন** • ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী • বাচ্চা ও দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন	বক্তৃতা ও প্রদর্শন	
০৪.৪৫ - ০৫.০০	দিনের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মুক্তালোচনা	

দ্বিতীয় দিন

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯.০০ - ০৯.৩০	**পূর্বদিনের শিখন যাচাই**	প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা	
০৯.৩০ - ১১.০০	**৬. ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা** • ছাগলের পরিপাকতন্ত্র • খাদ্য উপাদান ও প্রকারভেদ • দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা • ছাগলের বয়স ও ওজন নির্ণয় এবং বয়স ও ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ • দুগ্ধবতী ছাগী এবং মাংস উৎপাদনের জন্য পালিত ছাগলের খাদ্য চাহিদা নির্ণয় ও চাহিদানুযায়ী খাদ্য সরবরাহের কৌশল	প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ও অনুশীলন	

ছাগল পালন প্রশিক্ষণ

সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি		
১১.৩০ - ০১.০০	**৭. ছাগলের দেহ** • প্রজননতন্ত্র	বক্তৃতা ও প্রদর্শন	
০১.০০ ০২.০০	নামাজ ও খাবার বিরতি		
০২.০০ - ০২.৪৫	**৮. প্রজনন ব্যবস্থাপনা** • প্রজনন যোগ্য আদর্শ ছাগী নির্বাচন ও প্রজনন যোগ্য পাঠা নির্বাচন • ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেয়ার সময় • ছাগলের বাচ্চা পাঠা ও খাসীকরণ এবং যত্ন	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন	
০২.৪৫ - ০৩.০০	চা বিরতি		
০৩.০০ - ০৪.৪৫	**৯. ছাগল খামারের জন্য করণীয়** • ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ • ছাগল পালনে খামারের পরিকল্পনা • ছাগল প্রতি পালন প্রকল্পের কাঠামো	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন	
০৪.৪৫ - ০৫.০০	দিনের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	মুক্তালোচনা	

তৃতীয় দিন			
সময়	বিষয়	পদ্ধতি	সহায়ক
০৯.০০ - ০৯.৩০	পূর্বদিনের শিখন যাচাই	প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা	
০৯.৩০ - ১১.০০	**১০. ছাগলের পরজীবি** • ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন, খামার পরিদর্শন ও অনুশীলন	
১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি		
১১.৩০ - ০১.০০	**১১. পরজীবি দমন ও প্রতিরোধ** • দমন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ও অনুশীলন	
০১.০০ - ০২.০০	নামাজ ও খাবার বিরতি		
০২.০০ - ০৩.৩০	**১২. ছাগলের রোগ ও প্রতিরোধ** • ছাগলের রোগের নাম, লক্ষণসমূহ • প্রতিকারের উপায় ও চিকিৎসা • রোগ প্রতিরোধে টিকা ও টিকা প্রদানের কৌশল	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ও অনুশীলন	
০৩.৩০ - ০৩.৪৫	চা বিরতি		
০৩.৪৫ - ০৪.৩০	পূর্বের সেশন চলমান	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন ও অনুশীলন	
০৪.৩০ - ০৫.০০	**১৩. প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী**	মুক্তালোচনা	

অধিবেশন: ০১

অধিবেশনের নাম:	**সূচনা পর্ব**
আলোচ্য বিষয়:	শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পরিচিতি প্রত্যাশা যাচাই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বর্ণনা
উদ্দেশ্য	অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীগণ পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন। • প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের প্রত্যাশা জানাতে পারবেন। • প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্দেশ্য জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা
পদ্ধতি:	প্রদর্শন, বক্তৃতা
উপকরণ:	পোস্টার ও ভিপকার্ড

প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণপূর্ব কাজ সম্পন্ন করুন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খাতা, কলম ইত্যাদি বিতরণ কাজ সম্পন্ন করুন।

ধাপ ঃ ১

শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

সহায়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাবেন। এরপর কোর্স সমন্বয়কারী অথবা অন্য কোন আমন্ত্রিত অতিথি থাকলে তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।

পরিচিতি ও জড়তা কাটানো

প্রশ্ন করে জেনে নিন সবাই সবার সাথে পরিচিত কি-না। যদি না থাকে তাহলে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের নাম, পদবী ও সমিতির নাম ও পাড়ার নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এরপর সহায়ক নিজের পরিচয় দেবেন।

ধাপ ঃ ২

মৌখিক আলোচনা করে সংক্ষেপে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ব ধারণা জেনে নিন

ধাপ ঃ ৩

প্রত্যাশা যাচাই

অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশিক্ষণ থেকে যদি কারো কিছু জানার থাকে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করুন। প্রত্যেকের প্রত্যাশা বোর্ডে লিখুন এবং সবগুলো প্রত্যাশা পাঠ করে শোনান। অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, আমরা এই প্রশিক্ষণ থেকে সম্ভব সবগুলো প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করব এবং প্রশিক্ষণের শেষ দিন প্রত্যাশাগুলো পূরণ হয়েছে কি-না তা মিলিয়ে দেখবেন।

উদ্দেশ্য বর্ণনা

পূর্ব থেকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য লেখা পোস্টার পেপার প্রদর্শন করে পাঠ করুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করুন। এরপর প্রশিক্ষণের সিডিউল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করুন।

অধিবেশন: ০২

অধিবেশনের নাম:	ছাগল পালন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
আলোচ্য বিষয়:	ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান
উদ্দেশ্য:	অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন। • ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা
পদ্ধতি:	প্রদর্শন, বক্তৃতা
উপকরণ:	পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও ভিপকার্ড

প্রক্রিয়া

ধাপ-১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় পোস্টার পেপারে তুলে ধরে আলোচনা করুন।

ছাগল পালনের উদ্দেশ্য

- ছোট প্রাণী, দামও কম, তাই প্রাথমিকভাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়া যায়।
- গরু মহিষের মতো বিশেষ যত্ন, খাদ্য বা বাসস্থানের প্রয়োজন পড়ে না।
- ছাগল পালনে লাভ বেশি হয়।
- অল্প টাকায় ছাগলের ১টা বাচ্চা কেনা যায়।
- ছাগলের দুধ পুষ্টিকর। বিশেষ করে যারা গ্যাস্ট্রিকে ভোগেন তাদের জন্য আরো উপকারি।

ছাগল পালনের সুবিধা

• ছাগল আকারে ছোটো বলে এদের রাখার জায়গা কম লাগে। • ছাগল পালনে খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি। • এরা ঘাস, লতাপাতা, ছোবড়া জাতীয় খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাড় করে। • গর্ভধারণের ১৪৫-১৪৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা হয়। • ৮-১২ মাস পর খাসি ছাগল মাংসের জন্য বিক্রয় করা যায় । • একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল থেকে অনধিক ৮-১০ কেজি মাংস পাওয়া যায়।

ধাপ-২ ঃ

এরপর ছাগল পালনের গুরুত্ব এবং ছাগল পালনের সমস্যা ও সমাধান সম্বলিত ফ্লিপচার্টের সাহায্যে আলোচনা করুন।

ছাগল পালনের গুরুত্ব

- ছাগল পালন প্রকল্প সহজে দারিদ্র নিরসনে সহায়ক একটি প্রকল্প।
- ছাগল পালন করে আমাদের ক্রমবর্ধমান মাংসের চাহিদা পূরণ হয়।
- ছাগল পালনের মাধ্যমে পরিবারের আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করা যায়।

সমস্যা ও সমাধান

ছাগল পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে ঃ

- উন্নত ছাগলের জাত বেছে নিতে সমস্যা হয়
- উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করা সম্ভব হয় না
- পরিমিত ও উপযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে
- ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ এবং সঠিক সময়ে পাল দেয়া হয় না
- ছাগলের বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ এবং লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হয় না
- উপরোক্ত সমস্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন উপায়ে ভালভাবে জেনে বুঝে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ধাপ-৩

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৩

অধিবেশনের নাম:	ছাগল পালন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
আলোচ্য বিষয়:	ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান
উদ্দেশ্য:	অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন। • ছাগল পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা
পদ্ধতি:	প্রদর্শন, বক্তৃতা
উপকরণ:	পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও ভিপকার্ড

প্রক্রিয়া

ধাপ-১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ছাগল পালনের উদ্দেশ্য ও সুবিধা অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায় পোস্টার পেপারে তুলে ধরে আলোচনা করুন।

ছাগল পালনের উদ্দেশ্য

- ছোট প্রাণী, দামও কম, তাই প্রাথমিকভাবে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়া যায়।
- গরু মহিষের মতো বিশেষ যত্ন, খাদ্য বা বাসস্থানের প্রয়োজন পড়ে না।
- ছাগল পালনে লাভ বেশি হয়।
- অল্প টাকায় ছাগলের ১টা বাচ্চা কেনা যায়।
- ছাগলের দুধ পুষ্টিকর। বিশেষ করে যারা গ্যাস্ট্রিকে ভোগেন তাদের জন্য আরো উপকারি।

ছাগল পালনের সুবিধা

• ছাগল আকারে ছোটো বলে এদের রাখার জায়গা কম লাগে। • ছাগল পালনে খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি। • এরা ঘাস, লতাপাতা, ছোবড়া জাতীয় খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাড় করে। • গর্ভধারণের ১৪৫-১৪৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা হয়। • ৮-১২ মাস পর খাসি ছাগল মাংসের জন্য বিক্রয় করা যায় । • একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল থেকে অনধিক ৮-১০ কেজি মাংস পাওয়া যায়।

ধাপ-২ ঃ

এরপর ছাগল পালনের গুরুত্ব এবং ছাগল পালনের সমস্যা ও সমাধান সম্বলিত ফ্লিপচার্টের সাহায্যে আলোচনা করুন।

ছাগল পালনের গুরুত্ব

- ছাগল পালন প্রকল্প সহজে দারিদ্র নিরসনে সহায়ক একটি প্রকল্প।
- ছাগল পালন করে আমাদের ক্রমবর্ধমান মাংসের চাহিদা পূরণ হয়।
- ছাগল পালনের মাধ্যমে পরিবারের আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করা যায়।

সমস্যা ও সমাধান

ছাগল পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে ঃ

- উন্নত ছাগলের জাত বেছে নিতে সমস্যা হয়
- উপযুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করা সম্ভব হয় না
- পরিমিত ও উপযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে
- ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ এবং সঠিক সময়ে পাল দেয়া হয় না
- ছাগলের বিভিন্ন রোগ, রোগের লক্ষণ এবং লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হয় না
- উপরোক্ত সমস্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন উপায়ে ভালভাবে জেনে বুঝে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ধাপ-৩

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৪

অধিবেশনের নাম: **ছাগলের বাসস্থান**

আলোচ্য বিষয়: ছাগলের বাসস্থানের প্রকারভেদ
আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা
স্বল্প খরচে আদর্শ বাসস্থান নির্মানের কৌশল

উদ্দেশ্য: অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
- ছাগলের বাসস্থানের প্রকারভেদ জানতে পারবেন
- আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা জানতে পারবেন
- স্বল্প খরচে আদর্শ বাসস্থান নির্মাণের কৌশল জানতে পারবেন

সময়: ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পদ্ধতি: প্রদর্শন ও বক্তৃতা

উপকরণ: পোস্টার ও ভিপকার্ড

প্রক্রিয়া

ধাপ ঃ ১

অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। প্রথমে ছাগলের বাসস্থানের প্রকারভেদ ভিপ কার্ডের সাহায্যে এবং পরে আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করুন।

ছাগলের বাসস্থান ২ প্রকার

১. উন্মুক্ত বাসস্থান
২. আবদ্ধ বাসস্থান

আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

- ছাগলের জন্য যে বাসস্থান হবে তা হবে খোলামেলা যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে
- ছাগলের ঘরের চারপাশে শুকনো থাকবে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে
- মেঝে শুকনো ও পরিস্কার হবে
- ছাগলের সংখ্যা অনুযায়ী ছাগলের ঘর নির্ধারিত মাপের হবে
- ছাগলের ঘরটি বিভিন্ন পশুর আক্রমণ ও চোরের হাত থেকে নিরাপদ হতে হবে

ছাগলের বাসস্থানের জন্য প্রয়োজন

- ঘর একটু উঁচু জায়গায় তৈরী করতে হবে
- খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘরের মেঝে বা আশেপাশে কখনো পানি না জমে
- ঘরে প্রচুর আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখতে হবে
- ঘর যেন মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা না হয়
- ঘরের মেঝের মাটি শক্ত হওয়া উচিত। ঘরের মাপ ছাগলের বয়সের উপর নির্ভর করবে। ১টা বাচ্চা ছাগলের জন্য ঘর লম্বায় ২ হাত এবং চওড়ায় ১ হাত হওয়া দরকার। বড় ছাগলের জন্য ঘর লম্বায় ৩ হাত এবং চওড়ায় আড়াই (২.৫০) হাত হওয়া দরকার।

ছাগলের যৌথ ঘরের জন্য মেঝের পরিমাণ

- জন্ম হতে দুইমাস বয়স পর্যন্ত = প্রতিটি ছাগলের জন্য ৫ বর্গফুট জায়গা লাগবে
- দুইমাস- চার মাস বয়স পর্যন্ত = প্রতিটি ছাগলের জন্য ৫/৬ বর্গফুট জায়গা লাগবে
- পরবর্তীকাল- বয়স এবং ওজন অনুযায়ী প্রতিটি ছাগলের জন্য ৭ -১০ বর্গফুট। রাত্রি যাপনের জন্য ১২-১৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়

অধিবেশন: ০৪

১০ টি মা-ছাগল পালন উপযোগী ঘরের সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয়

১০টি মা-ছাগলের যৌথ ঘরের জন্য মেঝের পরিমাণ	১০*(১২-১৫) = ১২০-১৫০ বর্গফুট ঘরের দৈর্ঘ্য= ১২-১৫ফুট এবং প্রস্থ= ১০ফুট
টিন ৭ ফুটের ১২টি (২৮০০ টাকা বান হিসেবে)	৩২৬৭ টাকা
বাঁশ ২০টি (প্রতি পিছ ২৫০ টাকা দরে)	৫০০০ টাকা
ঘর নির্মাণে মজুরী ব্যয় (১০জন শ্রমিক ৫০০ টাকা দরে)	৫০০০ টাকা
অন্যান্য ব্যয়	১০০০ টাকা
সর্বমোট	**১৪২৬৭ টাকা**
ঘরের সম্ভাব্য স্থায়ীত্বশীলতা	৫ বছর

ধাপ-২ ঃ

এরপর স্বল্প খরচে ছাগলের আদর্শ বাসস্থান নির্মাণের কৌশল পোস্টার ও ফ্লিপচার্টের সাহায্যে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

স্বল্প খরচে ছাগলের আদর্শ বাসস্থান নির্মাণের কৌশল ঃ

- খুটির উপর মাচা করে। এ ধরণের ঘর পরিস্কার করা সহজ।
- ঘরের উচ্চতা ৭ ফুট হবে। ঘরের একপাশে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট মাচা তৈরী করতে হবে।
- চাল টিন বা তাল পাতার বেড়ার মাঝে পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে।
- ছাগল শুকনো, পরিস্কার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে এবং সুস্থ থাকে। মাটির উপর ভিটা করেও করা যেতে পারে।

ধাপ-৩

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৫

অধিবেশনের নাম:	**ছাগলের যত্ন**
আলোচ্য বিষয়:	ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী বাচ্চা ও দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন
উদ্দেশ্য	অধিবেশনশেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন। • বাচ্চা ও দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন সম্পর্কে জানাতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট
পদ্ধতি:	প্রদর্শন ও বক্তৃতা
উপকরণ:	পোস্টার ও ফ্লিপচার্ট

প্রক্রিয়া

ধাপ ঃ ১

অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। প্রথমে ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী এবং পরে বাচ্চা ছাগলের বিশেষ যত্ন ও দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন বিষয়ে ফ্লিপচার্টের সাহায্যে আলোচনা করুন।

ছাগলের যত্নের সাধারণ নিয়মাবলী

- দিনের বেলায় ছাগল যেখানে থাকবে সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা
- সময়মত ছাগলকে নির্ধারিত পরিমাণ সুষম খাদ্য সরবরাহ করা
- নিয়মিত টিকা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ঔষধ সেবন করানো
- ডোবা, নালা ইত্যাদি জলাশয় থেকে ছাগলকে নিরাপদ স্থানে রাখা
- বিভিন্ন পশুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা
- অতিরিক্ত শীত বা গরমে ছাগল যেন কষ্ট না পায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া
- পরজীবি যেমন উঁকুন, জোঁক ইত্যাদি যেন ছাগলের গায়ে বা অন্যান্য স্থানে না লেগে থাকে তার দিকে খেয়াল রাখা

বাচ্চা ছাগলের বিশেষ যত্ন

- ভুমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার শরীর পরিস্কার করে দিতে হবে
- বাচ্চাকে শুকনো স্থানে রাখতে হবে
- বাচ্চার শরীর হতে ২ ইঞ্চি পরিমাণ নাভি রেখে বাকীটা কেটে ফেলতে হবে এবং নাভিতে এন্টিসেপ্টিক পাউডার লাগিয়ে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে নির্ধারিত সময়ের (৫-৬ মাস) মধ্যে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- ডোবা, নালা ইত্যাদি জলাশয় থেকে ছাগলকে নিরাপদ স্থানে রাখা
- বিভিন্ন পশুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখা

দুগ্ধদানকারী ছাগলের বিশেষ যত্ন

- ছাগলের বাচ্চা যেন পর্যাপ্ত দুধ (দিনে ৭০০ -১২০০গ্রাম) পায় সেজন্য তার মাকে প্রয়োজনীয় সুষম খাবার খেতে দেয়া
- ওলান সব সময় পরিস্কার রাখা
- পরজীবি যেমন উঁকুন, জোঁক ইত্যাদি যেন দুগ্ধদানকারী ছাগলের গায়ে বা অন্যান্য স্থানে না লেগে থাকে তার দিকে খেয়াল রাখা
- নিয়মিত টিকা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ঔষধ সেবন করানো

ধাপ-২

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৬

অধিবেশনের নাম: ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আলোচ্য বিষয়:

- খাদ্যের উপাদান ও প্রকারভেদ
- দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা
- ছাগলের বয়স ও ওজন নির্ণয়
- ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ
- দুগ্ধবতী ছাগী এবং মাংস উৎপাদনের জন্য পালিত ছাগলের খাদ্য চাহিদা নির্ণয় ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের কৌশল

উদ্দেশ্য: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- খাদ্যের উপাদান ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ছাগলের বয়স ও ওজন নির্ণয় করতে পারবেন
- ওজন অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- দুগ্ধবতী ছাগী এবং মাংস উৎপাদনের জন্য পালিত ছাগলের খাদ্য চাহিদা নির্ণয় ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পদ্ধতি: প্রদর্শন, বক্তৃতা ও অনুশীলন

উপকরণ: পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও উপকরণ সামগ্রী

প্রক্রিয়া

ধাপ-১ ঃ

ছাগলের পরিপাকতন্ত্র

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ছাগলের পরিপাকতন্ত্র ফ্লিপ চার্টের সাহায্যে তুলে ধরে আলোচনা করুন এবং মানুষের পরিপাকতন্ত্রের সাথে তুলনা করুন।

প্রথমে ছাগলের খাদ্যের প্রকারভেদ ভিপ কার্ডের সাহায্যে তুলে ধরে আলোচনা করুন এবং পরে ফ্লিপ চার্টের সাহায্যে দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে আলোচনা করুন।

গবাদি পশুর খাদ্যের উপাদান ও উৎসসমূহ

ক্রমিক	খাদ্যের উপাদান	উৎসসমূহ
১	শ্বেতসার বা শর্করা	খড়/বিচালী, চিটাগুড়, ভাতের মাড়, কুড়া, ভুষি ইত্যাদি
২	আমিষ বা প্রোটিন	মাস কলাই, ছোলা, মটর কলাই, খেসারী, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, নারিকেল খৈল, তিষির খৈল ইত্যাদি।
৩	স্নেহ ও চর্বি	সরিষার তৈল, Soyaben oil, ইত্যাদি
৪	খনিজ	লবণ, ডিসিপি পাউডার, বাণিজ্যিক খনিজ পদার্থের মিশ্রণ, শামুক-ঝিনুকের এবং ডিমের খোসা।
৫	ভিটামিন	কাঁচা ঘাস, সবুজ পাতা, বাণিজ্যিক ভিটামিন-খনিজ পদার্থের মিশ্রণ ইত্যাদি
৬	পানি	বিশুদ্ধ পানি

অধিবেশন: ০৬

গুণগত মান হিসাবে খাদ্য ২ প্রকার

১.	আঁশ জাতীয় খাদ্য :	লতাপাতা, খড়/বিচালী, কাঁচাঘাস ইত্যাদি
২.	দানাদার জাতীয় খাদ্য :	ভাঙ্গা শস্য (ভুট্টা, গম ও চাল), মাসকলাই, ছোলা মটর, খৈল, কুড়া, ভূষি ইত্যাদি।

দানাদার ও সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

- দেহ বৃদ্ধির জন্য।
- তাপ সংরক্ষণ ও পেশীর কর্মশক্তি উৎপাদন করার জন্য।
- দেহ রক্ষা ও ক্ষয় পূরণের জন্য।
- মাংস উৎপাদনের জন্য।
- রোগ প্রতিরোধ করার জন্য।
- বিভিন্ন রোগ হওয়ার পর তা নিরাময় করার জন্য।
- দুগ্ধবতী ছাগীর পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ তৈরির জন্য।
- স্বল্প খরচে অল্প পরিমাণ খাদ্যের সাহায্যে পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য।

ছাগলের বয়স ও ওজন নির্ণয়

ক্রমিক	লক্ষণ	বয়স	ওজন
১	মাঝের স্থায়ী প্রথম জোড়া দাঁত যে বয়সে ওঠে	১৪ - ১৬ মাস	১২-১৫ কেজি
২	দ্বিতীয় স্থায়ী জোড়া দাঁত যে বয়সে ওঠে	১৮ - ২১ মাস	১৬-১৭ কেজি
৩	তৃতীয় স্থায়ী জোড়া দাঁত যে বয়সে ওঠে	২৬ - ২৮ মাস	২৩-২৫ কেজি
৪	চতুর্থ স্থায়ী জোড়া দাঁত সবশেষে যে বয়সে ওঠে	৩ বছর	৩০-৩৫ কেজি

ওজন অনুযায়ী দুগ্ধবতী ছাগীর খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ, প্রস্তুত ও সরবরাহ

দুগ্ধবতী ছাগীর জাত	ছাগীর ওজন কেজি	দুধের পরিমাণ	পাতা/ঘাস	ইউ.এম.এস	ভাতের মাড়	দানাদার খাবার
এ্যাংগোরা	২০	৫০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	-	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
বারবাড়ি	২৫	৮০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	-	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
রামছাগল	৩০	১ কেজি	২.০ কেজি	৩০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
যমুনা পাড়ি	৩৫	১ কেজি	২.৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
এ্যালপাইন	৪০	১ কেজি	২.৫ কেজি	৬৫০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম

দুধ যতটুকু দিবে তার দ্বিগুণ খাবে কাঁচা ঘাস। অন্য উপকরণগুলো ঠিক থাকবে।

ছাগলের দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ

ক্রমিক	খাবারের নাম	বড় ছাগল	বাচ্চা ছাগল
১	ছোলা	১৫ ভাগ	২৫ ভাগ
২	ভাঙ্গা শস্য (ভুট্টা, গম ও চাল)	৪০ ভাগ	৩৫ ভাগ
৩	গমের ভুষি অথবা চালের কুঁড়া অথবা উভয়ই	২৫ ভাগ	১৭ ভাগ
৪	সয়াবিন অথবা অন্যান্য খৈল	১৮ ভাগ	২০ ভাগ
৫	লবণ	১.৫ ভাগ	২.৫ ভাগ
৬	ভিটামিন-মিনারেল	০.৫ ভাগ	০.৫ ভাগ
মোট		১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

অধিবেশন: ০৬

পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারের দানাদার খাদ্যের ছক:

ক্রমিক	উপাদান	শতকরা হিসাব
১	চালের খুদ	৫০ %
২	চালের কুড়া	৩০ %
৩	ডালের ভূসি	১৮ %
৪	লবণ	১.৫ %
৫	ঝিনুকের গুড়া	০.৫%
মোট		১০০ %

ছাগলের সুষম খাদ্য তালিকা

ক্রমিক	উপকরণ	বড় ছাগলের জন্য	বাচ্চা ছাগলের জন্য
১	ছোলা	১.৫ কেজি	২.৫ কেজি
২	ভাঙ্গা শস্য (ভুট্টা, গম ও চাল)	৪ কেজি	৩.৫ কেজি
৩	গমের ভুষি অথবা চালের কুঁড়া অথবা উভয়ই	২.৫ কেজি	১.৭ কেজি
৪	সয়াবিন অথবা অন্যান্য খৈল	১.৮ কেজি	২.০ কেজি
৫	লবণ	০.১৫ কেজি	০.২৫ কেজি
৬	ভিটামিন-মিনারেল	০.০৫ কেজি	০.০৫ কেজি
মোট		১০.০০ কেজি	১০.০০ কেজি

৩. ওজনভেদে দুগ্ধবতী ছাগীর জন্য প্রতিদিন ৩৫০ - ১২০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও ১.৫-২.৫ কেজি আঁশ জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন।

ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাবার (গ্রাম/প্রতিদিন)	কাচা ঘাস/লিগিউম ঘাস (কেজি /প্রতিদিন
১৫	৩৫০-৮০০	১.৫- ২.০
২০	৫০০-৯০০	১.৫-২.০
৩০	৭০০-১১০০	১.৫-২.৫

পাঠার জন্য প্রয়োজন প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও ১.৫-২.৫ কেজি আঁশ জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন । বাচ্চার জন্য প্রতিদিন ১০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও ০.২-০.৫ কেজি কচি ঘাস/পাতা জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন। বাচ্চার সংখ্যা বেশী হলে ফিডারে গুড়োদুধ, ভাতের মাড় অথবা Milk Replacer খাওয়াতে হবে এজন্য ১ভাগ মিল্ক রিপ্লেসার ৯ ভাগ কুসুম গরম পানির সাথে মিশাতে হবে।

অধিবেশন: ০৬

মিল্ক রিপ্লেসারের শতকরা উপাদানসমূহ

উপাদান	শতকরা পরিমাণ
স্কিম মিল্ক পাউডার	৭০ ভাগ
চাল/গম/ভুট্টার আটা	২০ভাগ
সয়াবিন তেল	৭ ভাগ
লবণ	১.২৫ ভাগ
ডিসিপি পাউডার	১.২৫ ভাগ
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫ ভাগ

ধাপ-২ :
প্রথমে ছাগলের জন্য ইউ.এম.এস-এর উপাদানের মিশ্রণ এবং দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে তা ফ্লিপচার্টের সাহায্যে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। পরে কৌশল ও পদ্ধতি হাতে-কলমে অনুশীলন করাবেন।

ইউ.এম.এস-এর উপাদানের মিশ্রণ
চিটাগুড়- ২২০ গ্রাম
ইউরিয়া - ৩০ গ্রাম
পানি- ৬০০ গ্রাম

ধাপ-৩ :
এরপর কিভাবে ছাগীর দুধ বাড়ানো যায় তা ফ্লিপ চার্টের সাহয্যে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করুন।

ছাগীর দুধ বাড়ানোর উপায়
১. সুষম খাবার ছাগলকে খাওয়াতে হবে।
২. রোজ ভোরে আধা কেজি খেসারির ডাল ভেজাতে হবে। সন্ধ্যায় ছাগলকে তা খাওয়াতে হবে। ৩-৪ দিন খাওয়ালে দুধ বেড়ে যাবে।
৩. আধা কেজি পরিমাণ ফ্যান সামান্য গরম অবস্থায় ১৫০-২৫০ গ্রাম চিটাগুড় এর সাথে মিশাতে হবে এবং রোজ ভোরে ও দুপুরে বা প্রতি দিন খাওয়ালে দুধ বেড়ে যাবে।
৪. কলার খোসা কিংবা লাউ সিদ্ধ করে খাওয়ালে দুধ বাড়ে তবে এক্ষেত্রে দুধ একটু পাতলা হয়।

ধাপ-৪ ঃ
অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৭

অধিবেশনের নাম: ছাগলের দেহ
আলোচ্য বিষয়: ছাগলের প্রজননতন্ত্র
উদ্দেশ্য: অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-
- ছাগলের পরিপাক ও প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি: বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন
উপকরণ: পোস্টার, ভিপকার্ড ও ফ্লিপচার্ট

প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ছাগলের প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।

একটি আদর্শ ছাগীর গরম হওয়া

- মাদী ছাগল ১২- ২১ দিন অন্তর গরম হয়।
- মাদী ছাগল সেপ্টেম্বর - নভেম্বর মাসের মধ্যে বেশী গরম হয়ে থাকে।
- বছরের অন্যান্য সময় গরম হওয়ার পরিমাণ কমে আসে।
- সাধারণত ৫ মাস বয়স থেকে ছাগল গরম হয় ও ৬ মাস পর বাচ্চা প্রসব করে।

ধাপ-২

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৮

অধিবেশনের নাম:	প্রজনন ব্যবস্থাপনা
আলোচ্য বিষয়:	
উদ্দেশ্য:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগলের প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। • প্রজননযোগ্য আদর্শ ছাগী নির্বাচন করতে পারবেন। • প্রজননযোগ্য পাঠা নির্বাচন করতে পারবেন। • ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেয়ার সঠিক সময় বলতে পারবেন। • ছাগলের বাচ্চা খাশীকরণ ও পাঠা এবং পাঠার যত্ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	৪৫ মিনিট
পদ্ধতি:	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন
উপকরণ:	পোস্টার, ভিপকার্ড ও ফ্লিপচার্ট

প্রক্রিয়া

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ধরাবাহিকভাবে ছাগলের প্রজনন, ছাগলের প্রজনন প্রক্রিয়া, প্রজননযোগ্য আদর্শ ছাগী নির্বাচন, প্রজননযোগ্য পাঠা নির্বাচন, ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ ও পাল দেয়ার সঠিক সময়, ছাগলের বাচ্চা খাসীকরণ ও পাঠা এবং পাঠার যত্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ছাগলের প্রজনন প্রক্রিয়া

- ছাগী ৪ - ৬ মাস বয়সেই গর্ভধারণ করতে পারে
- ছাগীর গর্ভধারণ কাল মোটামুটি ১৪৫ - ১৪৮ দিন
- ছাগী বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়, প্রতি বিয়ানে ২ হতে ৪টি বাচ্চা প্রসব করে। সাধারণত ছাগী ৬ - ৭ বছর পর্যন্ত গর্ভধারণ করতে পারে

প্রজননযোগ্য আদর্শ ছাগী নির্বাচন

- দেশীয় জাতের ছাগল প্রায় ছয় মাস বয়সের মধ্যে দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে এবং নয় মাস বয়সের মধ্যে উৎপাদনক্ষম হয়।

প্রজননযোগ্য পাঠা নির্বাচন

• পাঁঠার মা, নানী ও দাদীকে বছরে ২ বার বাচ্চা দিতে হবে • বুক চওড়া গভীর এবং দেহ সুস্পষ্ট ও লম্বা হবে • বয়স কমপক্ষে ১২ মাস হবে • অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত হবে

ছাগীর গরম হওয়ার লক্ষণ

• মাদী ছাগল খাওয়া কমিয়ে দেবে • দুধ কমে যাবে • মাঝে মাঝে ডাকবে • মাদী ছাগল স্পর্শকাতর হবে • ঘন ঘন লেজ নাড়তে থাকবে • যোনিদ্বার লাল এবং ফোলা ফোলা হবে • যোনিদ্বার দিয়ে পরিস্কার নারিকেল তেলের মতো পদার্থ বেরোতে পারে • মাদী ছাগল পুরুষ ছাগলের ঘাড়ে উঠবার চেষ্টা করবে

পাল দেয়ার সঠিক সময়

বাচ্চা দেওয়ার ৯০ - ১২০ দিন পর ছাগী গরম হয়। গরম হওয়ার প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ১২ ঘন্টা পর পাল দিতে হয়। কালো জাতের ছাগী সাধারণত মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বেশি গরম হয়। ছাগী গরম হবার ১২ - ১৪ ঘন্টার মধ্যে উন্নত ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঠার দ্বারা পাল দিতে হবে।

ছাগলের বাচ্চা খাসীকরণ

১. ছাগলের বয়স ১৫ দিন বা ১ মাস হলেই তাকে খাসি করা যায়। ২. ক্যাসট্রেটর যন্ত্র দিয়ে খাসি করা যায়। ৩. আবার বেড বা ছুরি দিয়ে খাসি করা যায়। ৪. যারা খাসি করতে জানেন তাদের দিয়ে খাসি করাতে হবে।

ছাগলের বাচ্চা পাঠাকরণ

পাঠার যত্ন

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ্য সবল পাঠা সপ্তাহে ৪ থেকে ৫ বার প্রজনন বা পালের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ধাপ-২

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ০৯

অধিবেশনের নাম:	ছাগল খামারের জন্য করণীয়
আলোচ্য বিষয়:	• ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ • ছাগল পালনে খামারের পরিকল্পনা • ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পের কাঠামো
উদ্দেশ্য:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন। • ছাগল পালনে খামারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। • ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পের কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট
পদ্ধতি:	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন
উপকরণ:	পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও উপকরণ সামগ্রী

প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ, ছাগল পালনে খামারের পরিকল্পনা এবং ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ছাগল পালনে খামারের প্রকারভেদ

- পারিবারিক ক্ষুদ্র খামার (২-৫টি ছাগল পালন করা হয়)।
- মুক্তভাবে ছাগল পালন (৮-১০টি)।
- আধা নিবিড় খামার।
- নিবিড় খামার।
- সমন্বিত খামার।

খামার পরিকল্পনা

- ছাগলের সংখ্যা : ১২ টি
- ছাগলের জাত : ব্ল্যাক বেঙ্গল
- প্রাপ্তিস্থান : সরকারি খামার/স্থানীয় হাটবাজার
- সেড/ ঘর : বসতবাড়ীর সংলগ্ন
- প্রকল্পের মেয়াদ : ১ বছর

অধিবেশন: ০৯

১০ টি ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পের কাঠামো
(১ বছরের আয় – ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব)

ক) মূলধন ব্যয়

১. ঘর নির্মাণ (খড় / চাটাই/ বাঁশ / দড়ি / মজুরি)	=	১৫,০০০ টাকা

খ) বিনিয়োগ ব্যয়

১. ছাগল ক্রয় বাবদ (১০ টি ২৫০০/-)	=	২৫,০০০ টাকা
২. পরিবহন	=	১০০০ টাকা
৩. অন্যান্য ব্যয়	=	৫০০ টাকা
মোট	**=**	**৪১,৫০০ টাকা**

গ) পরিচালনা খরচ

১. খাদ্য খরচ (দানাদার খাদ্য)		
(১০টি ৩০০ গ্রাম ৩৬৫ দিন ৩৫ টাকা)	=	৩৮,৩২৫ টাকা
২. রক্ষণাবেক্ষণ (চিকিৎসা + পরিচর্যা ঃ ১২ মাস ১০০০/-)	=	১২,০০০ টাকা
মোট	**=**	**৫০,৩২৫ টাকা**

সর্বমোট ব্যয়	**=**	**৯১,৮২৫ টাকা**

ঘ) আয়

১. ৬ মাস বয়সী ছাগলের বাচ্চা বিক্রয় (২০ টি ৩৫০০/-)	=	৭০,০০০ টাকা
২. (০-৩) মাস বয়সী ছাগলের বাচ্চা বিক্রয় (২০ টি ১৫০০/-)	=	৩০,০০০ টাকা
৩. ১০ টি ছাগীর স্টক মূল্য (১০ * ৫০০০ /-)	=	৫০,০০০ টাকা
মোট আয়	**=**	**১,৫০,০০০ টাকা**

ঙ) সমন্বয়

১. মোট আয়	=	১,৫০,০০০ টাকা
২. মোট ব্যয়	=	৯১,৮২৫ টাকা

সম্ভাব্য লাভ	**=**	**৫৮,১৭৫ টাকা**

ধাপ-২
অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ১০

অধিবেশনের নাম:	**ছাগলের পরজীবি**
আলোচ্য বিষয়:	ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি
উদ্দেশ্য:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি:	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন
উপকরণ:	পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও উপকরণ সামগ্রী

প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ছাগলের পরজীবিসমূহের নাম ও পরিচিতি

১.	কৃমি	ঃ এই জীব প্রাণীর পেটের মধ্যে থাকে এবং খাদ্য পুষ্টি খেয়ে ফেলে।
২.	আঠালী	ঃ এই জীব প্রাণীর শরীরের উপর লোমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রক্ত চুষে খায়।
৩.	উঁকুন	ঃ এই জীব প্রাণীর শরীরের উপর লোমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রক্ত চুষে খায়।
৪.	চুলচুলি	ঃ এই জীব প্রাণীর শরীরের উপর লোমের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রক্ত চুষে খায়।

ধাপ-২

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ১১

অধিবেশনের নাম	**ছাগলের পরজীবি দমন ও প্রতিরোধ**
আলোচ্য বিষয়:	• ছাগলের পরজীবিসমূহের দমন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি
উদ্দেশ্য	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগলের পরজীবিসমূহের দমন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি:	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন
উপকরণ:	পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ও উপকরণ সামগ্রী

প্রক্রিয়া

ধাপ- ১ ঃ

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ছাগলের পরজীবিসমূহের দমন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ছাগলের পরজীবিসমূহের দমন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি

কলিজায় পাতা কৃমি

কারণ

ইহা এক প্রকার পাতা কৃমিজনিত রোগ ।

বিস্তার

১. খাল, বিল, নদী, নালা, ডোবার পানি খেলে।
২. ভিজা স্যাঁতসেঁতে জমির ঘাস খেলে।
৩. বৃষ্টির পানি জমে থাকা জমির ঘাস খেলে।
৪. নিচু জমির ঘাস খেলে ইত্যাদি।

লক্ষণ

১. বদহজম হবে এবং মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হবে।
২. পেটে ব্যাথা হবে।
৩. পশু পিছনের পা দিয়ে পেটের নিচে লাথি দিবে।
৪. রক্তশূন্যতা হবে। যার কারণে চোখের পর্দা সাদা হয়ে যাবে।
৫. থুতনির নিচে পানি জমে ফুলে যাবে।
৬. পশুটি দিন দিন শুকিয়ে যাবে।
৭. তীব্র ভাবে আক্রমণ হলে পশু হঠাৎ মারা যায়।

চিকিৎসা

১. ফেসিনেক্স ট্যাবলেট:	মাত্রা - ১ টি ছাগল ও ভেড়া দিনে ১ বার ১ টি করে ট্যাবলেট খাবে। সকালে খালি পেটে ভাতের মাড়ের সাথে খাওয়াতে হবে ।
২. এনথিও মেলিন ইনজেকশন:	মাত্রা ১ম দিন ২০ সি.সি. ২য় দিন ১৫ সি.সি. ৩য় দিন ১৫ সি.সি.

অধিবেশনঃ ১১

প্রতিকারঃ

১. পশুকে নদী, নালা, খাল বিলের, ঘাস ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে বা পরে খাওয়াতে হবে।
২. নিচু জমির খাস খাওয়ানো যাবে না।
৩. গোবর নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
৪. প্রয়োজনে শামুক ধ্বংস করতে হবে।
৫. সুস্থ পশুকে ৪ মাস অন্তর অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।
৬. এলাকার পশু চিকিৎসকের সাথে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রোগের বিষয় আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।

উকুন/আঠালি/চুলচুলি

গায়ে ছোটো ছোটো সাদা উকুনের মত দেখতে পোকা থাকে যা চামড়া থেকে রক্ত শুষে/চুষে নিয়ে খেয়ে থাকে তাকে উকুন বলে।

লক্ষণ

- শরীরে উকুন/আঠালি দেখা যাবে
- চুলকাবে।
- চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি করে।
- পশুর ওজন কমে যায় এবং দুধাল গাভীর দুধ কমে যায়।

চিকিৎসা

নিউওসিডল পাউডার ঃ মাত্রা ঃ ৫ থেকে ৬ গ্রাম পাউডার ২ থেকে ২.৫০ (আড়াই) লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সেই আক্রান্ত পশুর শরীরে ভাল করে লাগিয়ে দিতে হবে। সম্পুর্ণরূপে উঁকুন/আঠালী দূর করার জন্য ৬ -৭ দিন পর ঐ ঔষধ আবার লাগাতে হবে। (বিঃ দ্রঃ ঔষধ লাগানোর পর পশুর মুখ খালি রাখা যাবে না। তাই মুখে ঠুষি দিতে হবে। ঔষধ লাগানোর ১ ঘন্টা পর ভাল পানি দিয়ে ভাল করে গা ধুয়ে দিতে হবে। তবে পুকুর বা নদীতে নামানো যাবে না)।

ধাপ-২

অংশগ্রহণকারীদের শিখন যাচাই করুন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন: ১২

অধিবেশনের নাম:	**ছাগলের রোগ ও চিকিৎসা**
আলোচ্য বিষয়:	• ছাগলের রোগের নাম ও লক্ষণসমূহ • প্রতিকারের উপায় ও চিকিৎসা • রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রদানের কৌশল
উদ্দেশ্য:	অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • ছাগলের রোগের নাম ও লক্ষণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন। • প্রতিকারের উপায় ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারবেন। • রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রদানের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
সময়:	২ ঘন্টা ৩০ মিনিট
পদ্ধতি:	বক্তৃতা ও প্রদর্শন
উপকরণ:	ভিপকার্ড ও ফ্লিপচার্ট

ধাপ- ১:

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। প্রথমে ভিপকার্ডের সাহায্যে ছাগলের উল্লেখযোগ্য রোগসমূহের নাম তুলে ধরুন। পরে ফ্লিপচার্টের সাহায্যে ঐ সব রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ঔষধের নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের এসব বিষয়ে পরিস্কার ধরণা প্রদান করুন।

ভিপকার্ডে লিখুন:

ছাগলের রোগসমূহ

১. এনথ্রাক্স ২. চর্মরোগ ৩. বসন্ত রোগ ৪. তড়কা রোগ ৫. ক্ষুরা রোগ ৬. পিপিআর ৭. নিউমোনিয়া ৮. পেট ফোলা ৯. ককসিডিওসিস বা রক্ত আমাশয় ১০. ওলান প্রদাহ ১১. গলা ফোলা রোগ

ফ্লিপ চার্টে লিখুন ঃ

১. এনথ্রাক্স ঃ

লক্ষণ

১. প্রচন্ড জ্বর হবে প্রায় ১০৮০ ফারেনহাইট ২. পেট ফাঁপবে। ৩. শরীর কাঁপবে।

চিকিৎসা

ঔষধ সেবনের নিয়ম যথা-

penciline (পেনিসিলিন)- ২৪ ঘন্টা পর পর ৫ দিন।

Bodia Salicled, Saline, Anti Saruf টিকা প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর (Andhrax Vaxin Pneamanial)

২. চর্মরোগ ঃ

লক্ষণ

১. ছাগলের চর্মরোগ হলে আক্রান্ত জায়গার লোম পড়ে যায়। ২. চামড়া খসখসে শক্ত এবং ভাজ ভাজ হয়ে যায়। ৩. খুব বেশি চুলকায়। ৪. ছাগল ঠিকমতো খেতে ও ঘুমাতে পারে না। ৫. ছাগল দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা

ঔষধ বানানোর নিয়ম ঃ

১. চুন- ১০০ ভাগ ২. গন্ধক- ২০০ ভাগ ৩. ফিটকিরি- ১০০ ভাগ ৪. পানি- ৪ লিটার

৫. এগুলো একসাথে মিশিয়ে মাটির পাত্রে সাবধানে জ্বালাতে হবে + ৪ ভাগের একভাগ শুকিয়ে গেলে জ্বালানো বন্ধ করতে হবে + ঠান্ডা হলে আক্রান্ত জায়গায় লাগাতে হবে + প্রতিদিন দুবার করে লাগাতে হবে + ভালো না হওয়া পর্যন্ত ঔষধ লাগাতে হবে।

৩. বসন্ত রোগ ঃ

কারণ

রোগের কারণ এটি এক প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ।

অধিবেশন: ১২

লক্ষণ

১. এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয় এর ফলে ছাগলের জ্বর হয়। ২. সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে এবং এসব ফোস্কা ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

৩. নাক-মুখ দিয়ে লালা ও চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। ৪. চোখে সাদা পর্দা পড়তে পারে। ৫. শরীরের তাপমাত্রা ১০৭০ - ১০৮০ ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। ৬. শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ৭. নাকে ঘা হবে এবং দুর্গন্ধযুক্ত সর্দি ঝরে। ৮. ঝিম ধরে থাকে।

প্রতিকার: গোট পক্স ভ্যাকসিন

চিকিৎসা

১. পটাশ হালকা করে গুলিয়ে ক্ষতস্থানে দিতে হবে।
২. আক্রান্ত প্রাণীকে শুকনো ও পরিস্কার ঘরে রাখতে হবে।
৩. আক্রান্ত প্রাণীর ক্ষতস্থানে স্যাভলন বা ডেটল মিশানো পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

৪. তড়কা রোগ ঃ

কারণ

ছাগলের তড়কা রোগ একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

লক্ষণ

১. হঠাৎ অসুস্থ হয়ে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। ২. জাবর কাটে না, পশম খাড়া হয়ে থাকে এবং কাঁপতে থাকে। ৩. পেট ফুলে ওঠে। ৪. শরীরে জ্বর থাকে, শরীরের তাপমাত্রা ১০৬০ ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

প্রথমে উলানের দুধ সম্পুর্ণ বের করে বাটের ভেতর নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি ঔষধ দিতে হবে এবং সাথে মাংসে ইনজেকশন দিতে হবে। যেমন- টেরামাইসিন ও পেনিসিলিন।

৫. ছাগলের ক্ষুরা রোগ ঃ

কারণ

ভাইরাসজনিত রোগ

লক্ষণ

১. প্রথমে জ্বর হয়, ১০৪০ - ১০৫০ ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
২. মুখের ভেতরে, ঠোটে, জিহ্বায় পানি বা রসভরা ফোস্কা উঠে।
৩. খাওয়ার সময় ঘষা লেগে এ ফোস্কাগুলো ফেটে লাল ঘায়ে পরিণত হয়। এ ঘা জনিত কারণে মুখ হতে প্রচুর লালা পড়ে।
৪. পায়ের দুই ক্ষুরের মাঝখানে প্রথমে ফোস্কা হয় এবং তা ফেটে ঘা হয়। পা ফুলে যায়। পায়ের ঘায়ে পচন ধরে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত ছাগল হাটতে পারে না।
৫. শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আক্রান্ত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। গর্ভবর্তী ছাগীর গর্ভপাত ঘটে।

চিকিৎসা

১. টেরামাইসিন প্রতি কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ১- ২ মিলিলিটার মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হবে।
২. এছাড়া পেনিসিলিন, ডায়াডিন এর যে কোন একটি ঔষুধ সঠিক মাত্রা ও সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। ডায়াডিন এবং ডাইক্লোভিট-এস ইনজেকশন দিতে হবে মাংশে।

প্রতিকার: FMD Vaccination

অধিবেশনঃ ১২

৬. পিপিআর রোগ ঃ

কারণ
পিপিআর এক প্রকার ভাইরাস জনিত রোগ।

বিস্তার
১. ছাগল বৃষ্টিতে, কাঁদায় ভিজলে ও স্যাঁতসেঁতে জায়গার ঘাস খেলে। ২. বৃষ্টিতে ভিজলে ৩. শীতে ঠান্ডা লাগলে

লক্ষণ
১. আক্রান্ত পশুর / ছাগলের প্রথমে জ্বর ও সর্দি হয়। ২. নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরতে থাকে। ৩. রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে ডায়রিয়া হয়ে মারা যায়। ৪. আক্রান্ত পশু / ছাগল কখনো কখনো পাতলা পায়খানা করে। ৫. আক্রান্ত পশু / ছাগল দূর্বল হয়ে আস্তে আস্তে মারা যায় ।

চিকিৎসা
এই রোগের তেমন ভাল চিকিৎসা নাই, তবে বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানীদের মতে নিম্নোক্ত চিকিৎসা দেওয়া যায়।

ইনজেকশন ঃ অক্সাটেট্রাসাইক্লিন (এল এ), প্রতি ১০ কেজি ওজনের ছাগলের জন্য এক মিলি লিটার পরিমাণ। এতে কাজ না হলে ৪৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে। কোন ক্রমেই এই ইনজেকশন তৃতীয় বার দেওয়া যাবে না। এই ইনজেকশনের পাশাপাশি খাওয়ার ঔষধ যেমন- এক্সপেকটোরেন্ট মিক্সচার পাউডারের (দুই চা চামচ) সঙ্গে মেট্রানিডাজল (তিনটি) পানিতে মিশিয়ে দিনে দু'বার খাওয়ানো যেতে পারে। একই সাথে খাবার স্যালাইন পরিমাণ মত পানিতে গুলিয়ে খাওয়াতে হবে।

প্রতিকারঃ ৬মাস পরপর পিপিআর ভ্যাকসিনেশন

বায়ু বাহিত পিপিআর ভাইরাস শীত, বর্ষা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় দ্রুত ছড়ায়। আর দেরি না করে অধিকতর ক্ষতি এড়ানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিন। সুস্থ ছাগল রক্ষায় আক্রান্ত এলাকার চারপাশে বৃত্তাকারে টিকাদান কর্মসূচি বা রিং ভ্যাকসিনেশন শুরু করুন।

৭. ছাগলের নিউমোনিয়া রোগ ঃ

ফুসফুসের সাময়িক অসুবিধাকে নিউমোনিয়া বলা হয়। এটা একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।
লক্ষণ
১. শরীরের তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত হতে পারে। ২. শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি পায়। ৩. কাশি হয় নাক দিয়ে সর্দি পড়ে। ৪. জিহবা ফুলে যায়। জিহবা বাহির করে রাখে। ৫. খাদ্যে অরুচি কিংবা খাওয়া বন্ধ থাকে। ৬. জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যায়। ৭. নিস্তেজ দেখায় এবং শুয়ে থাকতে পছন্দ করে।

চিকিৎসা
১. টেরামাইসিন ইনজেকশন প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য দৈনিক ১-২ মিলি লিটার মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হয়।
২. টাইলুসিন প্রতি ২৫ কেজি ওজনের জন্য ১ মিলিলিটার মাংসে দিতে হবে। সালফোনিলামাইডিন ইনজেকশন প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম হারে মাংস পেশিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. ছাগীর ওলান প্রদাহ রোগ ঃ

কারণ
ব্যাকটেরিয়ার কারণে ছাগীর ওলান বা বাট ফুলে যায়।

লক্ষণ
১. প্রথমে ওলান লাল হয়ে ফুলে ওঠে। ২. কখনো কখনো দুধের রং বিবর্ণ হয়ে যায়। ৩. ওলান পেকে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে বাটের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা
এ রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নেই। তবে অন্যান্য রোগ জীবানু দ্বারা ক্ষত সংক্রমিত হতে না পারে। সেজন্য এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। ক্ষত ঘাঁগুলো এন্টিসেপ্টিক ঔষধ দিয়ে রোজ ২/৩ বার ধুয়ে ঔষধ লাগাতে হবে।

প্রতিকার: টিট কাপ ডিপিং

৯. ছাগীর রক্ত আমাশয়

কারণ
গোলকৃমি / ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। পরজীবি জীবাণু দায়ী।

লক্ষণ
১. ক্ষুধা কমে যাওয়া। ২. পেট ফুলে যাওয়া। ৩. পশু দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা
নেমাফেক্স ট্যাবলেট ১ টি
সকালে খালি পেটে ১ম বার ভাতের মাড়ের সাথে ঔষধ খাওয়ানোর ১ ঘন্টা পর খাবার দিতে হবে।

প্রতিকার: ব্রড এস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক দিয়ে বছরে ২ বার কৃমিমুক্তকরণ

১০. ছাগীর তড়কা রোগ ঃ

কারণ
এক প্রকার ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে কোন প্রাণীর হতে পারে। উষ্ণ এবং আদ্র আবহাওয়ায় এই রোগ বেশী হয়।

বিস্তার
১. স্যাঁতসেঁতে জমির ঘাস খেলে। ২. পচা ঘাস খেলে। ৩. বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া ঘাস খড় খেলে। ৪. নদীনালা ডোবার পানি খেলে ৫. মাঠে মৃত পশু ফেললে তার চার পাশে যে ঘাস হয় সেই ঘাস খেলে।

লক্ষণ
১. শরীরের তাপমাত্রা বাড়বে বা জ্বর হবে ১০৩০ হইতে ১০৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত। ২. গায়ের লোম খাড়া থাকবে। ৩. শরীরের বিভিন্ন মাংস পেশিতে কাঁপুনি শুরু হবে। ৪. নিশ্বাসের গতি বাড়বে মিনিটে/প্রতি মিনিটে ৭০ - ৯০ বার। ৫. চোখের পর্দা লাল হবে। ৬. পশু দূর্বল হয়ে যাবে। দূর্বল পশু মাটিতে পড়ে যাবে এবং মারা যাবে। ৭. পশুর মৃত্যুর পর লক্ষণ- মৃত পশুর চোখ, নাক, মলদ্বার হতে আলকাতরার মতো কালো জমাটবিহীন রক্ত বাহির হয় এবং শরীর শক্ত হবে না।

চিকিৎসা
১. পোনাপেন ইনজেকশন- মাত্রা ৪০ লাখ। (পর পর ৩ দিন ১০ সিসি পানির সাথে মিশিয়ে মাংসে দিতে হবে)।
২. ক্রিস্টাপেন-ভি ইনজেকশন- মাত্রা ২০ লাখ। শিরায় পরপর তিন দিন দিতে হবে।
৩. এখানে উল্লেখ্য যে, ২০ লাখ মাত্রা একসাথে পাওয়া যায় না। ৪ লাখ মাত্রার এম্বুল পাওয়া যায় বিধায় প্রথম ডোজে ২ এম্বুল একত্রে ৮ লাখ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজে ৩ এম্বুল ভেঙ্গে ৬ লাখ করে মোট ২০ লাখ পুশ করতে হবে।
৪. ফেনারগন ইনজেকশন- ৫ সি.সি. মাংসে (তরল পাওয়া যায়)।

প্রতিকার
১. সুস্থ পশুকে তড়কা রোগের সময় মতো ভ্যাকসিন বা টিকা দিতে হবে। ২. অসুস্থ পশুকে আলাদা রাখতে হবে। ৩. স্যাঁতসেঁতে জমির পচা ঘাস খাওয়ানো যাবে না। ৪. নদীনালা এবং ডোবার পানি খাওয়ানো যাবে না। ৫. মুচিকে চামড়া দেওয়া যাবে না। ৬. মৃত পশুকে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে।

অধিবেশনঃ ১২

১১. গলা ফুলা রোগ ঃ

বাংলাদেশে প্রায় সব সময় এই রোগ হয়। তবে বর্ষাকালে এই রোগ হতে পারে।

কারণ

এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ব্যাকটেরিয়া শরীরে অবস্থান করে। নিম্নলিখিত কারণে পশু যখন দূর্বল হয় তখনই এই ব্যাকটেরিয়া এই রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-

১. পশু বৃষ্টিতে ভিজে এবং ঠান্ডা লাগালে । ২. পশুকে কষ্টের সহিত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করালে। ৩. পশু দীর্ঘদিন পুষ্টিহীনতায় ভুগলে। ৪. পশুকে গরম এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে রাখলে। ৫. পশুর বাসস্থান ভাল না হলে।

বিস্তার

এই সমস্ত কারণে পশু দূর্বল হয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং রোগ সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত পশুর মল-মুত্র, নাক এবং মুখ হতে নিশ্রিত পানি খাদ্যের সাথে মিশে অন্য পশুকে রোগের সৃষ্টি করে।

লক্ষণ

১. শরীরের তাপমাত্রা বাড়বে বা জ্বর ১০৩০ -১০৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। ২. গায়ের লোম খাড়া থাকবে। ৩. গলা এবং গল কম্বল ফুলে যাবে। ৪. ফুলা জায়গায় টিপ দিলে বা চাপ দিলে ব্যথা পাবে। ৫. পশুর নাক এবং মুখ হতে পানির মতো তরল পদার্থ বের হবে। ৬. নিশ্বাস নেবার সময় গড়গড় শব্দ করবে। ৭. কখনো কখনো পাতলা পায়খানা হতে পারে।

চিকিৎসা

১.	ভ্যাসাডিন ইনজেকশন- মাত্রা-	১ম দিন ৫০ সিসি
		২য় দিন ২৫ সিসি
		৩য় দিন ২৫ সিসি।
২.	ফেনারগন ইনজেকশন- মাত্রা-	৫ সিসি পরপর তিন দিন।

প্রতিকার

১. সুস্থ পশুকে সময় মতো গলা ফোলা ভ্যাকসিন দিতে হবে। ২. অসুস্থ পশুকে আলাদা রাখতে হবে। ৩. পশুকে বৃষ্টিতে ভিজানো যাবে না এবং ঠান্ডা লাগানো যাবে না। ৪. পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। ৫. স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. ওলান ফুলা রোগ ঃ

কারণ

এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। এই রোগ ছাগির বেশী হয়।

বিস্তার

১. গাভি ময়লাযুক্ত স্থানে শুলে। ২. ওলানে গোবর লাগলে ৩. ওলানে ঘাসের চটা ঢুকলে। ৪. গোয়ালা হাত না ধুয়ে দহন করলে। ৫. দুধ খাবার সময় বাছুর ওলানে জোরে আঘাত করলে।

লক্ষণ

১. ওলান ফুলে যাবে। ২. ওলানে ব্যাথা হবে। ৩. বাছুরকে দুধ খাইতে দিবে না। ৪. দুধের রং আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকবে। ৫. রক্ত ও পুজ, দুধ বাহির হবে। ৬. কোনো কোনো সময় চাকা চাকা রক্ত বাহির হয়। ৭. ওলান আস্তে আস্তে শক্ত হতে থাকবে। ৮. গাভি হাঁটতে চাইবে না।

চিকিৎসা

১. ফেনারগণ ইনজেকশন মাত্র ৫ সিসি মাংসে পরপর ৩ দিন। ২. আক্রান্ত বানের/বাটের দুধ টেনে ফেলে দিতে হবে। ৩. টিট সাইফন দ্বারা ওলান ওয়াশ করতে হবে এবং দুধ বাহির করে দিতে হবে। ৪. পোনাপেন ইনজেকশন + স্ট্রো পটোমাইসিন ১ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে (ইনজেকশনের মাত্রা ৪০ লাখ + ১ গ্রাম স্ট্রো পটোমাইসিন) ট্রেট্টি সাইফেন এর মাধ্যমে অর্ধেক ওলানে এবং অর্ধেক মাংসে দিতে হবে পরপর ৩ দিন।

প্রতিকার

১. ওলানে গোবর লাগানো যাবে না। ২. ময়লা যুক্ত স্থানে গাভিকে শুইতে দেওয়া যাবে না। ৩. ওলানে ঘাসের চটা ঢুকান যাবে না। ৪. দুধ দহনের সময় হাত ভাল করে ধুতে হবে। ৫. বাসস্থান পরিষ্কার রাখতে হবে। ৬. প্রস্রাবের পর ভাল করে পরিষ্কার ও যত্ন নেওয়া উচিত।

অধিবেশন: ১২

১৩. নিউমোনিয়া ঃ

কারণ

অনেকটা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। এই রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে কোন পশুর হতে পারে।

বিস্তার

১. মাইক্রো প্লাজমা যা অনেকটা ব্যাকটেরিয়ার মতো। ২. অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগলে বা বৃষ্টিতে ভিজলে অথবা অন্য কোনো রোগের সহায়ক হলে এই রোগ দেখা দেয়। ৩. অনেক সময় সর্দি কাশিতে অনেক দিন যাবত ভুগলে পরবর্তীতে নিউমোনিয়া দেখা যায়।

লক্ষণ

১. ক্ষুধা মন্দ হবে ২. গায়ে জ্বর হবে ও লোম খাড়া থাকবে ৩. কাশি হবে ৪. শ্বাস কষ্ট হবে ৫. নাক দিয়ে পানির মতো পদার্থ পড়বে ৬. নিশ্বাস নেওয়ার সময় গড়গড় শব্দ হবে

চিকিৎসা

১। ভেসাডিন ইনজেকশন- মাত্রা :	১ম দিন ৫০ সিসি, ২য় দিন ২৫ সিসি, ৩য় দিন ২৫ সিসি চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে।
২। ফেনারগন ইনজেকশন- মাত্রা :	৫ সি. সি. মাংসে পর পর ৩দিন প্রয়োগ করতে হবে।

১৪. কৃমিজনিত রোগ ঃ

কলিজায় পাতা কৃমি। এই রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে কোন প্রাণীর হতে পারে ।

কারণ

ইহা এক প্রকার পাতা কৃমিজনিত রোগ ।

বিস্তার

৫. খাল, বিল, নদী, নালা, ডোবার পানি খেলে। ৬. ভিজা স্যাঁতসেঁতে জমির ঘাস খেলে। ৭. বৃষ্টির পানি জমে থাকা জমির ঘাস খেলে ইত্যাদি। ৮. নিচু জমির ঘাস খেলে।

লক্ষণ

৮. বদহজম হবে এবং মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হবে। ৯. পেটে ব্যাথা হবে। ১০. পশু পিছনের পা দিয়ে পেটের নিচে লাথি দিবে। ১১. রক্তশূন্যতা হবে। যার কারণে চোখের পর্দা সাদা হয়ে যাবে। ১২. থুতনির নিচে পানি জমে ফুলে যাবে। ১৩. পশুটি দিন দিন শুকিয়ে যাবে।

১৪. তীব্রভাবে আক্রমন হলে পশু হঠাৎ মারা যায়।

চিকিৎসা

১। ফেসিনেক্স ট্যাবলেট ঃ মাত্রা -	১ টি ছাগল ও ভেড়া দিনে ১ বার ১ টি করে ট্যাবলেট খাবে। সকালে খালি পেটে ভাতের মাড়ের সাথে খাওয়াতে হবে ।
২. এনথিওমেলিন ইনজেকশন ঃ	মাত্রা ১ম দিন ২০ সি.সি. ২য় দিন ১৫ সি.সি. ৩য় দিন ১৫ সি.সি.

(গাভীর মাংসে ৪৮ ঘন্টা পরপর ৩ দিন। এই ঔষধ ছাড়া কোনো কাজ হবে না।

প্রতিকার ঃ

১. পশুকে নদী, নালা, খাল বিলের, ঘাস ভালো করে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে বা পরে খাওয়াতে হবে। ২. নিচু জমির খাস খাওয়ানো যাবে না। ৩. গোবর নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। ৪.প্রয়োজনে শামুক ধ্বংস করতে হবে। ৫. সুস্থ পশুকে ৪ মাস অন্তর অন্তর কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে। ৬. এলাকার পশু চিকিৎসকের সাথে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রোগের বিষয় আলোচনা করে প্রতিকার নিতে হবে।

অধিবেশনঃ ১২

১৫. রক্ত আমাশয় ঃ

রক্ত আমাশয় জীবাণুবাহিত রোগ। এই রোগ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির হতে পারে।

কারণ
এক প্রকার প্রটোজোয়া জীবাণু এই রোগের কারণ।

বিস্তার
১. পশু ময়লা যুক্ত স্থানে শুলে। ২. গোবর মিশ্রিত ওলানে দুধ খেলে। ৩. ওলান পরিস্কার না করে দুধ দহন করলে। ৪. বাছুরের এই রোগ সহজে হয়। ৫. আক্রান্ত পশুর মল দ্বারা খাদ্য এবং পানি দূষিত হয়।

লক্ষণ
১. পশুর ক্ষুধা মন্দা দেখা দেবে। ২. আক্রান্ত পশু আম বা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা করে। ৩. কোন কোন সময় শুধু রক্ত পায়খানা করে। ৪. আক্রান্ত পশু বিশেষ করে ছাগলের বাচ্চা পায়খানা করার সময় কোৎ দেয় এবং ডাকে। ৫. লেজের গোড়ায় রক্ত মিশ্রিত পায়খানা লেগে থাকবে। ৬. শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ৭. ঘন ঘন পানি খেতে চায়।

চিকিৎসা
স্ট্রিনাসিন অথবা স্ট্রেপটোসালফা ট্যাবলেট।

ঔষধ সেবনের মাত্রা ও নিয়ম ঃ
- বাছুর / ছাগলের ও ভেড়ার জন্য ১ম দিন ১টি
- বাছুর / ছাগলের ও ভেড়ার জন্য ২য় দিন ১/২টি
- বাছুর / ছাগলের ও ভেড়ার জন্য ৩য় দিন ১/২টি

প্রতিকার ঃ
• পশুকে ময়লাযুক্ত স্থানে রাখা যাবে না। • ময়লা বা গোবর যুক্ত ওলানে দুধ খাওয়ানো যাবে না। • আক্রান্ত পশু গোবর দ্বারা মিশ্রিত খাদ্য ও পানি অন্য পশুকে খাওয়ানো যাবে না।

১৬. চর্মপ্রদাহ ঃ

চর্মের উপরে যে কোনো প্রকার প্রদাহকে চর্ম প্রদাহ বলে। এর কারণে পশুর দেহ লাল হয়,গরম হয়, ফুলে যায়, ব্যথা হয় ইত্যাদি।

কারণ
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি জীবাণুঘটিত রোগ। যেমন-
১. ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক/ফাংগাস, কৃমিজনিত হতে পারে। ২. আঘাত পেলে বা পুড়ে গেলে বা এসিড বা ক্ষারজনিত হতে পারে। ৩. বুলতা, মৌমাছি প্রভৃতি পোকায় কামড়ালে। ৪. অপুষ্টিজনিত কারণ। যেমন- ১. ভিটামিন, ২. খনিজের অভাব (জিংক)।

লক্ষণ
১. চামড়া ফুলে যাবে, লাল হবে, ব্যাথা হবে। ২. কোন কোন সময় চামড়া চাকা চাকা হয়ে ফুলে এলার্জির রোগ দেখা দেবে। ৩. চুলকাবে, চুলকাতে চুলকাতে চামড়া মোটা বা পুরু হয়ে ভাজ পড়বে। ৪. চামড়া অনেক সময় ফেটে যাবে। ৫. উপরে মামড়ী বা চটা পড়বে। ৬. পশুর ক্ষুধা মন্দা দেখা দেবে। ৭. ওজন কমে যাবে। ৮. দুধওয়ালা গাভী হলে দুধ কমে যাবে।

চিকিৎসা

জীবাণুঘটিত রোগ হলে-
১. প্রথমে এন্টিসেপ্টিক দ্বারা ওয়াশ করতে হবে। ২. ডারমাজল মলম লাগাতে হবে (দিনে ২ বার) বা হুইটফিল দিনে ২ বার ভাল না হওয়া পর্যন্ত দিতে হবে।

এলার্জিজনিত হলে-
১. ফেনারগণ ইনজেকশন করতে হবে। ২. এভিল ইনজেকশন করতে হবে। সেবন মাত্রা ও নিয়ম ঃ ৫ সি.সি. মাংসে

অধিবেশন: ১২

ভিটামিন এবং খনিজের অভাব হলে-

১. হেমাটুপেন ইনজেকশন বা এসিটাইপেন ইনজেকশন। সেবন মাত্রা ও নিয়ম ঃ ১০ সিসি মাংসে। ৪৮ ঘন্টা পর পর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত দিতে হবে।

২. এমবাভিট ডিবি খাওয়াতে হবে। সেবন মাত্রা ও নিয়ম ঃ ১ চা চামচ করে দিনে ১ বার। এইভাবে কয়েকদিন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন করতে হবে।

১৭. পেট ফাঁপা রোগ ঃ

এই রোগ যে কোন পশুর হতে পারে।

কারণ

১. নষ্ট খাবার খেলে। ২. মাসকলাই, ছোলা বা যে কোন দানাদার খাদ্য অধিক পরিমাণ খেয়ে পানি খেলে। ৩. পেট পুরে খাবার পর বৃষ্টিতে ভিজে মাঠের কচি ঘাস খেলে। সেই ঘাস বেশি করে খেয়ে পানি খেলে। ৪. ইউরিয়া সার দেওয়া জমির খড়/ঘাস বেশী করে খেলে।

লক্ষণ

১. পেটে গ্যাস হবে এবং পেট ফুলে যাবে (রুমেনে গ্যাস হয়)। ২. পশু চঞ্চল বা অস্থির থাকে। ৩. পেট ব্যাথা হয়, যার জন্য পশু উঠাবসা করতে করতে অনেক সময় মারা যায়। ৪. মুখ হতে ফেনাযুক্ত লালা বের হয়। ৫. পশুর জিহ্বা বের হয়ে আসে এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। ৬. পশুর স্পন্দন বেড়ে যায়। ৭. পেটের বাম দিকে থাপড় দিলে ধব ধব শব্দ করে। ৮. পশুর জাবর কাটান এবং খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ৯. পশুর পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়। ১০. পশু মাটিতে শুয়ে পড়ে এবং শ্বাস কষ্টের জন্য মারা যায়।

চিকিৎসা

প্রথমত

তিষির তৈল ৫০০ সিসি ও তারপিন তৈল ২০ সিসি একত্রে মিশিয়ে একবারে খাওয়াতে হবে। বা নিউওমেটেরিয়াল ১ ভায়াল ঔষধ ১/২ লিটার কুসুম কুসুম গরম পানির সাথে মিশিয়ে মুখে খাওয়াতে হবে। বা লম্বা নিডিলের সুই এর সাহায্যে রুমেনে ইনজেকশনের মধ্যে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনে লম্বা নিডিল অথবা ট্রকার এন্ড ক্যানুলার মাধ্যমে পেটের গ্যাস বাহির করে দিতে হবে।

১৮. বদহজম ঃ

বদহজম ছাগলের একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ যে কোন পশুর হতে পারে।

কারণ

১. হঠাৎ পশুর খাদ্যের পরিবর্তন হলে এবং এক অঞ্চলের পশু অন্য অঞ্চলে নিলে। ২. নষ্ট হওয়া খাদ্য খাইলে। ৩. সার দেওয়া জমির খড়/ঘাস খাইলে। ৪. পরিমাণের কম পানি খাইলে। ৫. অনেক দিন যাবত খড় জাতীয় খাদ্য খাইলে। ৬. গাভী যদি তার গর্ভ ফুল খেয়ে ফেলে।

লক্ষণ

১. পশুর ক্ষুধা মন্দা দেখা দিবে। ২. পশুর পায়খানা শক্ত এবং পরিমাণে কম হবে। ৩. পশু জাবর কাটাবে না। ৪. কোন কোন পশুর মাজল শুকনা থাকতে পারে। ৫. পেট কিছুটা ফাঁপতে পারে।

চিকিৎসা

১. তিষির তৈল ৫০০ সিসি একবারে মুখে খাওয়াতে হবে। ২. গ্যাটোভেট পাউডার ৫০ গ্রাম ১/২ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে দিনে ২ বার। ৩. ডিজিভেট পাউডার ১ প্যাকেট ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে দিনে ২ বার।

অধিবেশনঃ ১২

১৯. ডায়রিয়া ঃ

বিস্তার ঃ বন্যার পানির মাধ্যমে, বৃষ্টির কারণে বা আক্রান্ত পশুর মলমূত্র দ্বারা পানি দূষিত হলে এই রোগ ছড়ায়।

কারণ

১. পচা বা নষ্ট খাবার খেলে। ২. খাদ্যের সঙ্গে বালি বা মাটি মিশ্রিত থাকলে। ৩. খাদ্যের পাত্র এবং পানির পাত্র অপরিস্কার থাকলে। ৪. বৃষ্টি এবং বন্যার পানি খেলে। ৫. বাছুরকে শাল দুধ না খাওয়ালে। সহজে বাছুরকে ডায়রিয়া হয়। ৬. বাচ্চা প্রস্রাবের পর গাভীকে পরিস্কার না রাখলে।

লক্ষণ

১. আক্রান্ত পশু ঘন ঘন পাতলা পায়খানা করে (পানির মত পাতলা)। ২. পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হবে। ৩. পায়খানার সঙ্গে আম বা রক্তের ছিটা থাকতে পারে। ৪. পশুর পেটে কল কল শব্দ হবে। ৫. অনেক সময় হজম না হওয়া খাদ্য দ্রব্য পায়খানার সঙ্গে বের হবে। ৬. কোন কোন সময় পায়খানার রং কাল ও হলুদ হতে পারে। ৭. পশু পায়খানা করার সময় কোৎ দিবে। ৮. পাতলা পায়খানার কারণে পশুর দেহে শুষ্কতা দেখা দিবে। ৯. পশু দুর্বল ও নিঃস্তেজ হবে। ১০. পশু মাটিতে শুয়ে এবং পানি শূন্যতার কারণে মারা যাবে।

চিকিৎসা

ঔষধ সেবনের বিধি ও মাত্রা ঃ

১. পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে গ্লুকোজ স্যালাইন দিতে হবে।
২. স্ট্রিনাসিন বা স্টেপটো সালফা ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। বাছুর, ছাগল ও ভেড়ার জন্য সকালে ১/২ ও বিকালে ১/২।
৩. খয়ের ১০ গ্রাম, পটাশ ৪/৫ দানা, পানি ১/২ লিটার মিশিয়ে খাওয়াতে হবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।
৪. ১০০ গ্রাম ডায়াভেট/এন্টাভেট পাউডার/কেওলিন পাউডার ১/২ লিটার পানিতে মিশিয়ে সকালে ও বিকালে খাওয়াতে হবে। যতদিন ভাল না হয়।

প্রতিকার

১. পশুকে বৃষ্টি ও বন্যার পানি খাওয়ানো যাবে না। ২. নষ্ট হওয়া খড় ঘাস খাওয়ানো যাবে না। ৩. খাদ্য এবং পানির পাত্র প্রতিদিন পরিস্কার রাখতে হবে। ৪. গোয়াল ঘর পরিস্কার ও শুকনা রাখতে হবে। ৫. পশুকে সব সময় কলের পানি খাওয়াতে হবে।

বিঃ দ্রঃ গরু বিষপান করলে এট্রোপিন ইনজেকশন করতে হবে এবং ৫০০ সিসি তিষির তৈল খাওয়াতে হবে।

অধিবেশন: ১৩

অধিবেশনের নাম:	সমাপনী
আলোচ্য বিষয়:	প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন সমাপনী
উদ্দেশ্য:	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ- • প্রশিক্ষণ থেকে নিজেদের শিখন মূল্যায়ন করতে পারবেন। • আত্মতৃপ্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারবেন।
সময়:	৩০ মিনিট
পদ্ধতি:	প্রশ্নোত্তর ও মুক্তালোচনা
উপকরণ:	প্রশ্নপত্র

প্রক্রিয়া

সহায়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আলোচ্য বিষয়ের মূল দিকসমূহের উপর ভিত্তি করে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন যাচাই করবেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের মুক্তালোচনার মাধ্যমে কোর্সের বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন পর্যালোচনা আছে কিনা তা নিরূপণ করতে পারবেন। কোন সুপারিশ থাকলে তা গ্রহণ এবং পরামর্শ থাকলে তা প্রদান করতে পারবেন। সহায়ক পরিশেষে সকলকে তাদের সক্রিয় ও সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি সফলভাবে শেষ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
হেড অফিস : ২২/১৩বি, ব্লক-বি, খিলজী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন ও ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৫৮১৫১৬২০, +৮৮ ০২ ৪৮১১০১০৩
Email: info@wavefoundationbd.org,
Website: www.wavefoundationbd.org